

## মায়ের কাছে মাসির গল্প ।

ডঃ বিপ্লব পালের ধারণা আমি তাকে ব্যক্তিগত ভাবে আক্রমণ করেছি । বিপরীতে আমার ধারণা আমি তার ব্যক্তিগত আক্রমণের উত্তর দিয়েছি এবং ভাবাবেগে তিনি যে সকল শব্দ ব্যবহার বা ঔদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্য দিয়েছেন তার অর্থ তুলে ধরেছি এবং অত্র লেখায় ধরছি ।

ডঃ পালের আরো ধারণা, তিনি এবং জনাব কুদ্দুস খান মার্কিনীদের মনের খবর জেনে গেছেন, তাই খান সাহেব ডেমক্রেটিক দল ছেড়ে রিপাবলিকান দলে যোগ দিয়েছেন । ফলে রিপাবলিকান ৫১% এবং ডেমক্রেটিক দল ৪৯% ভোট পেয়েছে । সুতরাং ৪৯% মার্কিনীরা এখন পর্যন্ত নিজ মনের খবর জানতে পারেনি । মনের খবর জানার জন্য ঐ সকল মার্কিনীদেরকে ডঃ পাল বা জনাব খানের কাছে যেতে হবে । মার্কিন নব্য কনদের পক্ষ নিয়ে ডঃ পাল ও খান সাহেব পৃথিবীর ১.৩ বিলিয়ন মুসলমান, অর্থাৎ ইসলামিষ্টদেরকে সন্ত্রাসী আখ্যায়িত করে নছিহত করে চলছেন এবং বিশ্বখ্যাত মার্কিন অর্থনীতিবিদেরা অর্থনীতির অকথ্যপ জানেন না বা বুঝেন না বলে ঘোষণা দিয়ে চলছেন । অর্থনীতি বুঝেন কেবল ডঃ পাল, জনাব কুদ্দুস খান এবং কনদের বেতনভুগী অর্থনীতিবিদরা ।

আমাদের মতো সাধারণ মানুষ জানে, ইউরোপ, জার্মানী ও আমেরিকার বড় বড় কোম্পানীগুলি যৌথ ব্যবসা করে । ফলে আমেরিকান কোম্পানী ইউরোপ ও জার্মানীতে এবং ইউরোপ ও জার্মানীর কোম্পানী আমেরিকায় নিজ কোম্পানীতে বিনিয়োগ করে এবং উৎপাদিত পণ্য আন্তর্জাতিক লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশে উচ্চ মূল্যে বিক্রি করে । ইউরোপ ও আমেরিকায় স্বস্থ কোম্পানীতে বিনিয়োগের অর্থনীতি দ্বারা খান সাহেব আমাদেরকে বুঝিয়ে দিলেন আমেরিকান পুজি উন্নয়নশীল দেশগুলিকে শোষণ করে না । জনাব খানের ঐ অর্থনীতি বুঝে ডঃ পাল বাহাবাহা দিতে লাগলেন ।

তবে রভি বার্ট্রা, রবার্ট নেলসন ও ইমম্যানুئل উইলারসনের মতো অর্থনীতিবিদদের মতো পুজিবাদ রূপান্তরিত হচ্ছে, যার কিছু সিমটম অর্থনীতিবিদ সোহেল ইনায়েতউল্লাহ, তার লেখা “Transforming Capitalism” এ উল্লেখ করেছেন (লেখাটি সদালাপে দেখা যেতে পারেন) ।

ডঃ পালের মতো আমি শ্রেষ্ঠস্বন্যতায় ভুগী না । আমার বিদ্যার দৌড় গুণী ব্যক্তিদের অভিমত এবং সাধারণ মানুষের সমন্বিত চিন্তা । মাসিমা সেতারা হাশেমের হারমোনিয়াম ঠিক করতে এসে ডঃ পাল দেখলেন সা রে স্বর বেড় হয় না, সেখান থেকে বেড় হয় গা আর ধা, অর্থাৎ গাধার স্বর । সবজাতা মানুষ ডঃ পাল নিজেকে সমাজতন্ত্র যন্ত্র সাড়ানোর মেকানিকস মনে করেন । সবজাতা ডঃ পালের জানা উচিত সমাজতন্ত্র সাড়ানোর জন্য মেকানিকসের প্রয়োজন হয় না । সংশ্লিষ্ট সমাজের গণমানুষের চাহিদার উপর সমাজতন্ত্রের গতি প্রকৃতি নির্ভর করে । সংশ্লিষ্ট সমাজের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও গণ মানুষের জ্ঞানের লেভেল অনুযায়ী মার্ক্সবাদীয় তত্ত্ব প্রয়োগ করতঃ কমিউনিষ্ট পার্টি নিজ কর্ম কৌশল নির্ধারণ করে থাকে । ফলে সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হওয়ার নির্দিষ্ট কোন পথ থাকে না । তাই সমাজতন্ত্রে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সাধারণ মানুষকে চেনা এবং তাদের মন মনসিকতা বুঝা । কিন্তু ডঃ পাল সাধারণ মানুষের সেন্টিমেন্টে আঘাত করণ বিধায় সমাজতন্ত্র বুঝেন না ।

সেতারা হাশেমকে মাসিমা ডাকবেন, আবার পাখাও বলবেন, এটা কোন ধরণের ভদ্রতা। ডক্টরেট ডিগ্রী নিয়ে কি ডঃ পাল এই ধরণের ভদ্রতা শিখেছেন? যুক্তিবাদ দর্শনের বিষয়বস্তু, বিজ্ঞানে প্রয়োগ হয়। প্রয়োগের মৌলিক শর্ত হলো দ্বন্দ্বিক বস্তুবাদ। অতএব যুক্তিবাদ বুঝতে হলে দ্বন্দ্বিক বস্তুবাদ বুঝতে হবে, অন্যথায় চিন্তায় যান্ত্রিকতা আসবে। পণ্ডিত ব্যক্তিদের অবস্থান বিশ্ববিদ্যালয়, তারা গবেষণা করে এবং তত্ত্ব দেন। সেতারা হাশেম সাধারণ মানুষের মধ্যে থেকে পণ্ডিতদের তত্ত্ব অনুসরণ করে। পুজির গবেষণাগারে থেকে ডঃ পাল মুনফার ফন্দি ফিকর খোঁজেন। তাই প্রকৃতি, সমাজ ও চিন্তা সংক্রান্ত বিষয় সমূহ বুঝার জন্য তাকে মিননেসটা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ম্যাগাজিন NST (Nature, Society, and Thought), a Journal of Dialectical and Historical Materialism পড়ার পরামর্শ দেয়া হয়েছিল। ম্যাগাজিনটির কয়েকটা সংখ্যা পড়লে তার চিন্তার গলদ কোথায়, তা বুঝতে পারতেন। ডঃ পালের কোন লেখায় আমি কোন যুক্তি খুঁজে পাইনি। তিনি কখনো সমাজতন্ত্রের যন্ত্র সাড়াতে আসেন, আবার কখনো জ্ঞানদান করতে আসেন। ফলে তার লেখার মধ্যে খুঁজে পেয়েছি দান্তিকতা। তাই তাকে নব্য ব্রাহ্মণবাদী আখ্যায়িত করা হয়েছে।

পরবর্তী কালে ডারইউনের “Natural Selection” তত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রশ্ন দেখা দিল জীন নির্বাচনে প্রকৃতি কোন পদ্ধতি অনুসরণ করে। কোন এক প্রানীবিজ্ঞানী (এই মূহুর্তে ভদ্রলোকের নাম স্মরণ করতে পারছি না) Survival of the fittest তত্ত্ব উপস্থাপন করলেন। আলোচ্য তত্ত্বটি মানব জ্ঞানের অন্যান্য শাখার স্বীকৃত তত্ত্বের সাথে বিরোধ সৃষ্টি করে বিধায় আন্তর্জাতিক ভাবে পরিত্যক্ত। আলোচ্য এই পরিত্যক্ত তত্ত্বটির নাম সোশাল ডারইউনিজম। Survival of the fittest অর্থ্যাৎ “জোর যার মুল্লুক তার” নীতি সমাজে অচল। দ্বিশ-চল্লিশ দশকে হিটলার (আর্য্য রেইজ উত্তম) এবং পঞ্চাশ দশক থেকে মার্কিন প্রশাসন আলোচ্য এই নীতি অনুসরণ করে চলছে। হিরোশিমায় আনবিক বোমা নিক্ষেপ করে নিজ শক্তি প্রদর্শন, উক্ত তত্ত্ব অনুসরণের আগাম বার্তা। জনাব কুদ্দুস খান ও ডঃ পাল উক্ত নীতি সমর্থন করছেন এবং অন্যেরা বিরোধীতা করছে। নৃবিজ্ঞান বর্তমান মানব জ্ঞানের একটি শাখা, যার জনক মর্গান, যা ডঃ পাল তার লেখায় স্বীকার করেছেন। জনকের জীন পরবর্তী প্রজন্মে থাকাটা বিজ্ঞান সম্মত। অনুরূপ ভাবে মর্গানের মূল চিন্তাধারার ধারাবাহিকতা নৃবিজ্ঞান বহন করে চলছে।

যারা মার্কিন নাগরিক হওয়ার জন্য Oath of Allegiance এবং Pledge of Allegiance নিয়েছেন, তারা গডের নামে সাধারণ মার্কিনীদের মুক্তি ও ন্যায়পরায়ণতা বা যথাযথ আচরণের অঙ্গীকার করেছেন। সাধারণ মার্কিনীরা সম্পদের ৩০% ভোগ করেন, কিন্তু জন সংখ্যায় ৯০%, যারা সকলেই ধর্ম প্রান। ঐ লোকগুলি ডঃ পাল ও খান সাহেবদের মতো নাস্তিক নয়। এই মানুষগুলি অর্থনৈতিক ন্যায় বিচারের আকাঙ্ক্ষী। কর্পোরেট পুজি ও মিডিয়া ন্যায় বিচারের বাধা বলে ঐ লোকেরা মনে করে। সেতারা হাশেম এই মানুষদের বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতঃ অর্থনৈতিক ন্যায়পরায়ণতার কথা বলে। তাই নিজেদেরকে নাস্তিক ঘোষণা করে এবং কর্পোরেট পুজির পক্ষ নিয়ে ৯০% সাধারণ মার্কিনীদের মনোভাব জানার দাবী করা যায় না। শপথ ভঙ্গকারী জনাব খান ভোটের রাজনীতির কুট কৌশল বুঝেন না।

আমি ৯০% মার্কিনীদের অন্তর্ভুক্ত সাধারণ একজন নাগরিক। ছাব্বিশ বছর বয়সী আমার একমাত্র ইঞ্জিনিয়ার এবং যুদ্ধ ফেরত ভেটারের পুত্র, যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ স্কুল ও কলেজে পড়াশুনা করেছে। বর্তমানে অত্যাধুনিক যন্ত্র উৎপাদনকারী আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন একটি যৌথ কর্পোরেট কোম্পানীতে ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে

কর্মরত। এদেশীয় বন্ধুবান্ধব, স্থানীয় ডেমক্রেটিক দলীয় কর্মী, ছেলের বন্ধুবান্ধব ও তাদের পিতামাতাদের সাথে আমিও কিছু কথাবার্তা বলি এবং তাদের সাথে উঠাবসা করি। তাছাড়া কলেজে পড়ার সময় আমার ছেলে মার্কিন আর্মি রিজার্বে নাম লিপিবদ্ধ করে, বুট ক্যাম্পে সে আর্মি ট্রেনিং নিয়েছিল। ইরাক যুদ্ধে আমার ছেলের ইউনিট অংশ গ্রহন করে। ইরাক যুদ্ধে হেলিবার্টনের দৈনিক আয় ৫ মিলিয়ন ডলার (মিডয়ার খবর), কিন্তু হেলিবার্টন বা মার্কিন রাজনৈতিক নেতাদের খুব কম সংখ্যক ছেলে-মেয়েরা ইরাক যুদ্ধে অংশ নিয়েছে। ইরাকে অবস্থান কালে ছেলের জন্য আমার উৎকণ্ঠার প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়েছি সাধারণ মার্কিন মা-বাবর চোখে। আমার ছেলের সাথে বুট ক্যাম্পে ট্রেনিংপ্রাপ্ত তার বন্ধুরা, যারা ডিউটি শেষে ইরাক থেকে ফিরে আসেনি বা আহত হয়ে পুঞ্জ হয়েছে, তাদের মা-বাবার মনোকষ্ট আমি দেখেছি। যা বুঝার ক্ষমতা ডঃ পাল বা জনাব খানের নেই।

ষ্ট্যালিন ও মাও তাদের সময়কার নিজ দেশের আর্থ-সামাজিক ও দেশীয় এবং ভূ-রাজনৈতিক অবস্থা অনুধাবন করে সংশ্লিষ্ট দেশের কমিউনিষ্ট পার্টির মাধ্যমে কাজ করেছেন। অনুরূপ ভাবে উপমহাদেশের সংশ্লিষ্ট দেশের কমিউনিষ্ট পার্টি সমূহ নিজ দেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক এবং সংশ্লিষ্ট দেশের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান বিবেচনায় নিয়ে নিজ নিজ কৌশল নির্ধারণ করে। একক কোন ব্যক্তি রাজনীতি করতে পারে না। রাজনীতির জন্য প্রয়োজন দল ও তার কৌশল। সেতারা হাশেম ঐ সকল কৌশলের কথাই বলে থাকে।

পশ্চিম ইউরোপের সমসাময়িক কালে জার্মানিতে সামন্তবাদের পতন হয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দিতে জার্মান পুজির প্রসার ঘটলে এশিয়া ও আফ্রিকার বাজার দখলের জন্য জার্মানী প্রথম বিশ্বযুদ্ধ করে। আর্য্য বংশদ্ভূত জার্মান পুজিপতিদের সমর্থনপুষ্ট জার্মান জাতীয় সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক দলের সদস্যরা "নাৎসী" নামে পরিচিত ছিল। উক্ত দলের মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল উগ্র জাতীয়তাবাদ, অর্থ্যাৎ রেসিজম। পুজিবাদের বিভিন্ন রূপের মধ্যে ফ্যাসিবাদ হলো একটি রূপ, যার সাথে সামন্তবাদের কোন যোগসূত্র নাই। আর্য্য বংশদ্ভূত জার্মানেরা মূলত খৃষ্টান। অন্যদিকে সিমোটিক বংশদ্ভূত জার্মানেরা ছিলেন ইহুদী। তদকালীন ইউরোপী ও জার্মান প্রগতিশীল আন্দোলনের মূখ্য ভূমিকা পালন করতেন সিমোটিকরা। প্রগতিশীল আন্দোলন ধ্বংসের লক্ষ্যে জার্মান আর্য্য বংশদ্ভূত রেইসের মাধ্যমে জার্মানিতে ১৯২৭ - ৩৩ তে ফ্যাসিবাদের উদ্ভব ঘটে। মার্কিন পুজি সমর্থনপুষ্ট সাউদী বাদশাহ ও কুয়েতের শেখের মাধ্যমে উদ্ভাবিত ইসলামি মৌলবাদের সাথে নাৎসী ফ্যাসিজমের তুলনা রাজনৈতিক জ্ঞানের দৈন্যতা প্রকাশ করে।

ত্রিশ ও চল্লিশ দশকের জার্মানীর এবং বর্তমান বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও সাধারণ মানুষের চিন্তার লেভেল এক নয়। ফলে ত্রিশ-চল্লিশ দশকের জার্মানী ও বর্তমান বাংলাদেশকে যারা এক করে দেখেন, তারা রাজনীতি, সমাজবিজ্ঞান ও সমাজতন্ত্র বুঝেন না। স্বাধীন ও সেকুলার বাংলাদেশ কি করে ইসলামি মৌলবাদের খপ্পরে পরলো তা মার্কিন সাংবাদিক লরেন্স লিফশুলজের প্রতিবেদনে পাওয়া যাবে। বর্তমান বাংলাদেশ মার্কিন প্রশাসনের তাবেদার রাষ্ট্র। ঢাকায় প্রেরিত তদীয় ভূতপূর্ব ভাইসরয় হ্যারি কে টমাসের উক্তি "বড় দুই রাজনৈতিক দল সমঝোতায় না আসতে পারলে তৃতীয় শক্তি বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করবে"। জনাব হুগীর আলী খানের সাথে আমি এক মত যে বাংলাদেশের সর্বত্র বর্তমান বোমাবাজী ভাইসরয় কর্তৃক বর্ণিত তৃতীয় শক্তি আগমনের ক্ষেত্র প্রস্তুতী পর্ব। এমতাবস্থায় বাংলাদেশের বাম ও বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী শক্তিকে উপসর্গ মৌলবাদের সাথে ইন্ধনকারী মূল শক্তিকে চিহ্নিত করতে হবে। যেমনটি নেপালের বামপন্থীরা করেছে।

পুজিবাদের বিকৃত রূপ ফ্যাসিবাদকে ধ্বংসের লক্ষ্যে ষ্ট্যালিন ও আমেরিকার মধ্যে সমঝোতা হয়েছিল। ডঃ পালের সাথে একমত যে ক্লাসিক্যাল মার্ক্সবাদ অনুযায়ী পুজির পূর্ণ বিকাশের পর সমাজতন্ত্রের আগমন ঘটবে। তবে লেলিন, ষ্ট্যালিন ও মাও দেখিয়েছেন যে পুজিবাদকে বাইপাস করে সামন্ত সমাজে সমাজতন্ত্র আসতে পারে। হ্যাঁ, মার্ক্স পুজি সৃষ্টি করেন নাই, কিন্তু পুজির বৈশিষ্ট্য ও গতি প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেছেন।

গবেষণাগারের জন্য প্রয়োজন অর্থের, পুজির নয়। অর্থ ও পুজির মধ্যে পার্থক্য বুঝা উচিত। পাড়ার গ্রাসারী অর্থ্যাৎ মুদী দোকান ও ওয়াল মার্টের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে হবে।

শ্রী অভিজিৎ, ডঃ পাল ও জনাব কুদ্দুস খান লিবারাল হলেও, তিনজনার চিন্তা চেতনা ও মিশন ভিন্ন। জনাব খান যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করেন, কিন্তু ৯০% সাধারণ মার্কিনীরা তার দৃষ্টি গোচর হয় না, তিনি দেখেন বিকৃত পুজিবাদকে। মুক্ত বাজারের প্রবক্তা জনাব খানের পণ্য ভিন্নমত পত্রিকার বাজার চাহিদা নাই, তাই তিনি বিনা মূল্যে বিতরণ করেন। জনশ্রুতি আছে মেয়র অফিসের অর্থে তিনি পত্রিকা ছাপানোর ব্যয় নির্বাহ করেন। ফলে তার পকেটেও কিছু অর্থের সমাগম হয়। ভিন্নমতের মিশন হলো প্রবাসী বাঙালী কমিউনিটিতে ইরাকের মতো চেলাবি সৃষ্টি করা। মার্কিন সিনেট ও কংগ্রেস সদস্যদের কুশ নীতি বিরোধী কোন মন্তব্য সম্মিলিত লেখা ভিন্নমতে প্রকাশিত হয় না। "কুদ্দুস খান আমেরিকার দালাল বা মার্কিন পে-রোলে আছেন" প্রকাশ করে নিজে আনন্দ বোধ করেন। ফলে খান সাহেবের চিন্তাধারা ও মানসিকতা এক বাচ্চাও বুঝতে পারে, কিন্তু কেবল বুঝতে পারে না সবজান্তা ডঃ পাল।

ডঃ পালের দৃষ্টি সমগোত্রীয় কলিগদের প্রতি, সাধারণ মার্কিনী তার দৃষ্টির বাহিরে। ভদ্রলোকেরা ব্যক্তিকেন্দ্রিক, তাই বিকৃত পুজির তল্লাবাহক।

সেতারা হামেম

০৮/২২/০৫